আলমডাঙ্গায় জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ও আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে জাতীয় ইঁদুর নিধন অফিযান- ২০২৩ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

‘ইঁদুরের দিন শেষ, গড়বে সোনার বাংলাদেশ ‘ এই শ্লোগানকে সামনে রেখে আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে কৃষি অফিসের হলরুমে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষি অফিসার রেহানা পারভীন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের উপ-পরিচালক বিভাষ চন্দ্র রায়। তিনি বলেন- আপনারা জানেন ইঁদুর প্রতিবছর কত মেট্রিক টন ধান নষ্ট করে। সরকার ইঁদুর নিধন কল্পে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন,আপনারা যদি ২শত থেকে ৫শত ইঁদুর মেরে তার লেজ কেটে কৃষি অফিসে জমা দেন তাহলে আপনাকে কৃষি সম্প্রসারণ অফিস থেকে পুরস্কৃত হবেন,শুধু তাই নয় জাতীয় পর্যায় থেকেও আপনি পুরস্কৃত হতে পারেন,তাই সরকারের সম্পদ বাঁচাতে সকল কৃষক, কৃষানী ইঁদুর নিধনে সামিল হবেন।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক(উদ্যোন)মোমরাজ আলী, উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল ওয়াহরদ,খালিদ সাইফুল্লাহ, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, সিনিয়র সাংবাদিক প্রশান্ত বিশ্বাস, তানভীর সোহেল প্রমুখ।

এছাড়াও সভায় শতাধিক কৃষক, কৃষানী উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার গোবিন্দপুরে ৭ জুয়াড়ি গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা উপজেলায় শোবার ঘরে জুয়া খেলার সময় হাতেনাতে ৭ জুয়াড়িকে আটক করা হয়েছে।

আজ শনিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মন্ডলপাড়া এলাকা থেকে তাদের আটক করে পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে খেলার সামগ্রী, নগদ ৫ হাজার ৬০ টাকা জব্দ করা হয়।

আটক সাতজন জুয়ারি হলেন- উপজেলার পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মন্ডলপাড়ার মৃত হায়দার আলীর ছেলে লাল্টু (৩৮), গোবিন্দপুর নতুন বাসস্টান্ড পাড়ার হাসেম আলীর ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৩২), মৃত নিজাম উদ্দীনের ছেলে মুকুল আলী (৪০), মৃত আবু বক্করের ছেলে শফি (৪০), মৃত হারান আলীর ছেলে আলম হোসেন (৫০), মৃত শমসের আলীর ছেলে মিশকার (৪২) ও নওদা বন্ডবিল গ্রামের মৃত শাহাদাৎ হোসেনের ছেলে কলিম উদ্দিন (৪৫)।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানাযায়, পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মন্ডলপাড়ায় নিজ শোবার ঘরে জুয়ার আসর বসান হায়দার আলীর ছেলে লাল্টু। গতকতাল শনিবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদে খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালায় পুলিশ। জুয়া খেলার সময় সাতজনকে হাতেনাতে আটক করে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আরও কয়েকজন সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মারজাহান আল মোনায়েম জানান, দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে সাত জুয়ারিকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আটক সাতজনকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় বিএনপি-জামাতের চক্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ

বিএনপি-জামাত চক্রের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র, নৈরাজ্য ও অপতৎপরতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুর ২ টার দিকে বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ

আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য দিলীপকুমার আগরওয়ালা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দিলীপ কুমার আগরওয়ালা বলেন, সরকার দেশে ব্যাপক উন্নয়ন করেছে। শুধু উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি এ চুয়াডাঙ্গায়। আজ কর্ণফুলী নদীতে ট্যানেলের উদ্বোধন হয়েছে। পদ্মা সেতু সহ বিভিন্ন মেগাপ্রকল্পের কাজ শেষ পর্যায়ে ও চলমান রয়েছে। শুধু উদ্বোধনের অপেক্ষায়। বিএনপি মনে করছেন এদেশ তাদের বাপে। আজ সমাবেশ করছেন। আর কত সমাবেশ করবেন। কত মানুষকে দুঃখ দুর্দশা দিবেন।

তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পৃষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন,আমি প্রতিক দিতে পারি কিন্তু জিতে এনে দিতে পারবো না। ভোট অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে। এই দলের অধীনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকল দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ছাত্রসমাজের উদ্দেশ্যে দিলীপ কুমার আগরওয়ালা বলেন, ছাত্র সমাজকে মাদক মুক্ত ও সন্ত্রাস মুক্ত আলমডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গা গড়ে তুলতে হবে। আমার ইচ্ছা, প্রতিটি ইউনিয়ন খেলার সুন্দর একটি মাঠ থাকবে, একটি করে মিনি স্টেডিয়াম থাকবে। এছাড়া প্রতিটি কলেজে কিংবা স্কুলে যোগ্য ব্যক্তি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। আমার চেয়ারের প্রতি কোন লোভ নাই। আমি আপনাদের দিতে এসেছি, নিতে আসি নাই।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল ইসলাম, জেলা যুবলীগের সদস্য তপন কুমার বিশ্বাস, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি দিপু মাস্টার, বেলগাছি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রেজাউল ইসলাম, হারদি ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম, ডাউকি ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্নআহবায়ক রবিউল ইসলাম, নাহিদ হাসান, ছাত্রলীগ নেতা নাজমুল হাসান, তন্ময়, সাজিদ, রকি আহমেদ মমিন, নাসিম, সাগর, বাপ্পি, আলিফ। এছাড়া বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্র সমাবেশে জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলো।

আলমডাঙ্গায় বণিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন: সভাপতি মিলন সম্পাদক আব্দুল্লাহ

উৎসব মুখর পরিবেশে আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে আরেফিন মিয়া মিলন পূণরায় নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও সাধারণ সম্পাদক পদে আব্দুল্লাহ আল মামুন নির্বাচিত হন।

আজ শনিবার সকাল ৮ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ করা হয়। ভোট গণনা শেষে সন্ধ্যার পর ফলাফল ঘোষণা করেন বণিক সমিতির নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাবেক ব্যাংকার সিরাজুল ইসলাম। তার দেওয়া তথ্যমতে এ নির্বাচনে আরেফিন মিঞা মিলন সভাপতি (ছাতা) প্রতিক নিয়ে ৪৭৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি হাজী মো: মকবুল হোসেন দোয়াত কলম প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ৪০৪ ভোট ও অপর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সাইফুল ইসলাম লিটন পেয়েছেন ৯১ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে আব্দুল্লাহ আল মামুন (বাই সাইকেল) প্রতিকে ৫২২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কামাল হোসেন (আনারস) প্রতিক পেয়েছেন ৪৪৭ ভোট ।

সহ-সভাপতি পদে হাফিজুর রহমান (দেয়ালঘড়ি) প্রতিকে ৫৮২ ও রফিকুল আলম (চশমা) প্রতিকে ৫৫২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কামরুজ্জামান হিরা (মাছ) প্রতিকে ২৮৮ ও হামিদুল ইসলাম (বটগাছ) প্রতিকে ২৮৫ ভোট পেয়েছেন।

সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে শরিফুল ইসলাম (বাঘ) প্রতিকে ৪৭৮ ও জাহাঙ্গীর আলম (গোলাপ ফুল) প্রতিকে ৪৫৬ ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বদর উদ্দিন (হাঁস) প্রতিকে পেয়েছেন ৩৮৪ ও বাবলুর রহমান (ডাব) প্রতিকে ৩৬৯ ভোট পেয়েছেন।

কোষাধ্যক্ষ পদে আলাউদ্দিন মিয়া (মোরগ) প্রতিকে ৪৮৭ পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সোহানুর রহমান বাবলু (হাতি)

প্রতিকে ৪৪৬ ভোট পেয়েছেন। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আমিরুল ইসলাম লিটন (চেয়ার) প্রতিকে ৫২৫ পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দুল লতিফ (মই) প্রতিকে ৪২৪ ভোট পেয়েছেন। ক্রীড়া সম্পাদক পদে হাবিবুর রহমান (আম) প্রতিকে ৫৫২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মাসুদ রানা (ফুটবল) প্রতিকে ৩৮৪ ভোট পেয়েছেন।

ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক পদে রেজাউল করিম কাবিল (মিনার)প্রতিকে ৫৬৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আসাদুল হক (তারা) প্রতিকে ৩৪৫ ভোট পেয়েছেন। দপ্তর সম্পাদক পদে শফিউল হাসান মিলন (কলম) প্রতিকে ৫০৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইফতেখার আহমেদ (টিয়া) প্রতিকে পেয়েছেন ৩৯৬ ভোট। এছাড়াও সদস্য পদে ১০ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।
এদিকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর বিজয়ী প্রার্থীরা তাদের কর্মি সমর্থকরা আনন্দ উৎসব করেন।

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির নির্বাচনে উৎসবের আমেজ; নেতৃত্ব পরিবর্তনের গুঞ্জন

আলমডাঙ্গা উপজেলার বৃহত্তর ব্যবসায়ী সংগঠন বণিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন আর মাত্র ১ দিন পর শনিবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

আগামী শনিবার সকাল ৮ থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে। থানা পুলিশের কঠোর নিরাপত্তা ও সাংগঠনিক নীতিমালা অনুযায়ী ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রচারণা। ভোটের সময় যত ঘনিয়ে আসছে প্রচারণার মাত্রাও নতুন রূপ নিচ্ছে। এবার নেতৃত্ব পরিবর্তন আসার গুঞ্জন চলছে। একই পরিবারের দুই ভাই সভাপতি প্রার্থী হওয়ায় ভোট ভরাডুবির কবলে বিজয়ী মালা পড়তে পারেন সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব মকবুল হোসেন এমনটাই আশঙ্কা করছে ভোটাররা। বণিক সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে পোস্টারে ছেয়ে গেছে আলমডাঙ্গা

পুরো শহর। বাজারের অলিগলিতে প্রার্থীদের পদচারণায় মুখর।

প্রার্থীদের সমর্থনে গভীর রাত পর্যন্ত প্রচারণা চলছে। এ নির্বাচনকে ঘিরে মাইকিং নিষিদ্ধ থাকলেও পায়ে হেটে ভোটারগণের দারস্থ হচ্ছেন প্রার্থীরা। বর্তমান ও সাবেক দায়িত্বরত ব্যাক্তিরাই আবারো প্রার্থী হয়েছেন। নানান অভিযোগের মধ্যেও নিজেকে উদীয়মান ও গ্রহণ যোগ্য নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলছে প্রচারণা। এ নির্বাচনকে ঘিরে আলমডাঙ্গা বাজারের সর্বত্রই এখন বইছে উৎসবের আমেজ। ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এখন উৎসবের ভোটের প্রতীক্ষায় আছেন তারা। দীর্ঘ ৩ বছর পর নির্বাচন হওয়ায় প্রার্থী ও ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে। নির্বাচনে বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২৪ জন।

প্রার্থীরা হলেন-সভাপতি পদে আরেফিন মিঞা মিলন (ছাতা),আলহাজ্ব মকবুল হোসেন (দোয়াতকলম) ও সাইফুল ইসলাম লিটন (চাকা)।সহসভাপতি পদে কামরুল ইসলাম হীরা (মাছ) ,হাফিজুর রহমান (চশমা), রফিকুল আলম (দেয়াল ঘড়ি) ও আব্দুল হামিদ (বটগাছ)। সাধারণ সম্পাদক পদে কামাল হোসেন (আনারস), খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন (বাই সাইকেল)। সহ সাধারণ সম্পাদক পদে শরিফুল ইসলাম (বাঘ), বাবুলুর রহমান (ডাব), বদর উদ্দিন (হাঁস), জাহাঙ্গীর আলম (গোলাপ ফুল)। কোষাধ্যক্ষ পদে আলাউদ্দিন (মোরগ) সোহানুর রহমান বাবুল (হাতী)। সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল লতিফ (মই), আমিরুল ইসলাম লিটন (চেয়ার)। ধর্মীয় সম্পাদক রেজাউল করিম কাবিল (মিনার) আসাদুল হক (তাঁরা)। দপ্তর সম্পাদক শফিউল হাসান মিলন (কলম) ইফতেকার আহমেদ (টিয়াপাখি)। ক্রীড়া সম্পাদক পদে মাসুদ রানা মাসুম (ফুটবল) ও হাবিবুর রহমান (আম) প্রতিক।

উল্লেখ্য, নির্বাচনে ২১ পদের বিপরীতে ৩৬ জন মনোনয়ন পত্র উত্তোলন করেন। এর মধ্যে ২ জন সদস্য প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করলে কার্যনির্বাহী সদস্য পদে ১০ জন বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত হয়। বণিক সমিতির ভোটার সংখ্যা হলো ১ হাজার ৫৬ জন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা- সিরাজুল ইসলাম বলেন, নির্বাচনকে ঘিরে উৎসব বিরাজ করছে। এখন পর্যন্ত কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। আগামি শনিবার সকাল থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

আলমডাঙ্গায় ইউপি চেয়ারম্যান ও ৪ সদস্যের দ্বন্দ্বের সমাধান

আলমডাঙ্গার বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের ৪ ইউপি সদস্য ও চেয়ারম্যানের দ্বন্দের অবসান ঘটেছে। গতকাল রোববার বিকেলে ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও ৯ জন ইউপি সদস্য এবং ৩ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদের মধ্যস্ততায় এ বিরোধ শান্তিপূর্ণ ভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে।

জানা যায়,গত ২১ মাস যাবৎ ওই পরিষদের ৪ ইউপি সদস্যের বেতন-ভাতা না পাওয়া নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলা বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০২১ সালে। নির্বাচনে শপথের মাধ্যমে ইউপি চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান চঞ্চলসহ নারী ও পুরুষ সদস্যরা পরিষদের দায়িত্ব নেন। দায়িত্বরপ্রাপ্ত হওয়ার পর ওই ইউনিয়ন পরিষদের ৪ ইউপি সদস্য ২১ মাসের বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না বলে ইউপি চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান চঞ্চলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন । এনিয়ে চলতে থাকে দীর্ঘ বিরোধ। পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ঠাণ্ডু মণ্ডল, ৩ নং ওয়ার্ডের শামিম রেজা, ৪ নং ওয়ার্ডের শাহাদত হোসেন ও ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য হারুন মণ্ডল।

এই চার সদস্য চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক (ডিসি) ড.কিসিঞ্জার চাকমা বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন। এ অভিযোগের তদন্ত করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার। করা হয় গণশুনানি।

গত ১৬ অক্টোবর সরকারী অনুদান (কৃষকদের ভর্তুকি) এসেছে। এমন খবরে কৃষি অফিসে আসায় ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে চার ইউপি সদস্যের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ইউপি সদস্যদের মারপিটের ঘটনাটির সিসি ক্যামেরার ভিডিও স্যোসাল মিডিয়া ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে মুহুর্তে ভাইরাল হয়। এনিয়ে উপজেলা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যকর সৃষ্টি হয়। শুরু হয় নানান গুঞ্জন। ৪ ইউপি সদস্য আদালতে মামলা দায়ের করেন। এছাড়া আলমডাঙ্গা থানাও মারপিটের ঘটনায় লিখিত অভিযোগ করে।

এমন উত্তেজেনাকর পরিস্থিতির মধ্যে কুমারি ইউনিয়ন পরিষদের

চেয়ারম্যান আবু সাইদ পিন্টুর উদ্যোগে গত রোববার বিকেলে বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদে দুই পক্ষকে নিয়ে আপোষ মিমাংসায় বসেন।

এ ধরনের অনাকাক্ষিত ঘটনা আর ঘটবে না,এবং মেম্বারদের সাথে সমন্বয় করে সকল কার্যক্রম পরিচালনার করাসহ একসাথে চলার অঙ্গিকারের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ বিরোধের শান্তি পূর্ণ সমাধান করা হয়। দীর্ঘ দিনের এই বিরোধ নিষ্পত্তির মধ্য দিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে ফিরেছে স্বস্তি।

আলমডাঙ্গার বিভিন্ন পুজা মন্ডপ পরিদর্শনে আ.লীগ নেতারা

আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপে গিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন জেলা আওয়ামী লীগ নেতারা। এ সময় তাঁরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। পাশাপাশি সরকারের উন্নয়নের প্রচার করে আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে পুনরায় ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানান।

আজ সোমবার চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন দলীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন।

সোমবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত তিনি কালিদাশপুর দুর্গা মন্দির, ক্যানেল পাড়া দুর্গা মন্দির, রথতলা কেন্দ্রীয় দুর্গা মন্দির, কলেজপাড়া দুর্গা মন্দিরসহ বিভিন্ন দুর্গা মন্দির পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি প্রত্যেক মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। আইন শৃঙ্খলা বিষয়ে খোঁজ খবর নেন।

পরিদর্শনে উপস্থিত সাবেক চুয়াডাঙ্গার পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ারাদার টোটন বলেন, অত্যন্ত জাঁকজমক পুর্ণ ও সৌহার্দ পুর্ণ পরিবেশে আলমডাঙ্গার প্রতিটি দুর্গা মন্দিরে শারদীয় দুর্গাৎসব পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির দেশ, আমরা বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সাম্প্রদায়িক

সম্প্রতিতে বিশ্বাস করি, এখানে সকলে মিলে মিশে যার যার ধর্ম পালন করে থাকি। আমরা বিশ্বাস করি ধর্ম যার যার উৎসব সবার।

মন্দির পরিদর্শনকালে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান,উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা,সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী,উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু,সাবেক সহসভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা,জেলা আওয়ামীলীগ নেতা শওকত আলী,কালিদাশপুর ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুল হক মিকা,পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,রথতলা মন্দির কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার সাহা,সম্পাদক অশিম কুমার সাহা,কালিদাসপুর মন্দির কমিটির সভাপতি শুশিল কুমার ভৌতিকা,বীর মুক্তিযোদ্ধা মনিদ্রনাথ দত্ত,রাজ কুমার অধিকারি,লিপন কুমার বিশ্বাস,পরিমল কুমার কালু ঘোষ,মদন কুমার সাহা,জয় কুমার বিশ্বাস দেবদাস ব্যাধ প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় দুর্গা পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে ডিসি-এসপি

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা ও পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল-মামুন।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যা ৭ টায় আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়া সার্বজনীন শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির ও রাত সাড়ে ৮ টায় রথতলা শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দিরে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার মন্ডপ পরিদর্শন করেন। এসময় স্টেশনপাড়া দুর্গা মণ্ডপে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

পূজামণ্ডপ পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন, সারাদেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় সাড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ সম্প্রীতির বাংলাদেশ।বাংলাদেশে অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে শারদীয় দুর্গা উৎসব পালিত হচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার

অন্যান্য উপজেলার ন্যায় আলমডাঙ্গাতেও অত্যন্ত চমৎকার ভাবে দুর্গা পূজা উদযাপিত হচ্ছে। এটা দেখে আমাদের খুবই ভালো লাগলো। সকল অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবো।
পুলিশ সুপার বলেন, ‘ধর্ম যার যার উৎসব সবার, দেশের মানুষ স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম পালন করছে। আমরা আশা করি আগামীতে আপনাদের এই আনন্দ-উৎসবে আমরা আবারও যোগ দিতে পারব। আলমডাঙ্গা পুজা মন্দির পরিদর্শন করে দেখলাম, এখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই ভাল। এছাড়া হিন্দু মুসলিম সকল ধর্মের লোক এক সাথে ধর্মীয় উৎসব পালন করছেন। উপজেলার সকল পূজা মন্ডপে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা , পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল-মামুন, জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা (এনএসআই) ডিডি ইয়াছিন সোহাইল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাজমুল হামিদ রেজা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজিমউদ্দীন আল-আজাদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) সার্কেল আনিসুজ্জামান লালন, পুনক সভানেত্রী ফরিদা ইয়াসমিন, আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) রেজওয়ানা নাহিদ, পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।

পূজামণ্ডপ পরিদর্শনকালে অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহেল কাফি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, আলমডাঙ্গা থানার ওসি (তদন্ত) একরামুল হুসাইন, ওসি (অপারেশন) ফরিদুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অমল কুমার বিশ্বাস।

এছাড়া স্টেশনপাড়া সার্বজনীন শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দিরের সভাপতি জয় কুমার বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক দেবদাস কুমার ব্যাধ, সহ-সভাপতি ঘন শ্যাম, সাংগঠনিক সম্পাদক তাপস কুমার ব্যাধ, রাম কুমার কর্মকার, শিবু কুমার ব্যাধ। এদিকে, রথতলা শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দিরের সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার সাহা, সাধারণ সম্পাদক অসিম কুমার সাহা, সাংবাদিক প্রশান্ত বিশ্বাস, সমির কুমার সাহা, পরিমল কুমার ঘোষ, অপু কুমার সাহা,বিশ্বজিৎ সাধু খাঁ প্রমূখ।

আলমডাঙ্গায় ভ্যান চোরকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

আলমডাঙ্গার উপজেলার বিনেতপুর গ্রামে এক ভ্যান চোরকে ধরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে এলাকাবাসী।

গতকাল রোববার বিকেল ৪ টায় উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বিনেতপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আটককৃতরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার কাকিলাদহ গ্রামের জহুরুল ইসলামের ছেলে সাদ্দাম হোসেন (৩৫)। সে আন্তঃজেলার চোরচক্রের সদস্য।

স্থানীয়রা জানান, বিনেতপুর গ্রামের মৃত কাবিল উদ্দিনের ছেলে উজ্জল হোসেন। তিনি পেশায় একজন মোটর চালিত পাখিভ্যান চালক। রোববার বিকেলে সে ভ্যান চালিয়ে বসত বাড়ির সামনে রেখে বাড়িতে প্রবেশ করে। ওত পেতে থাকা চোরচক্রের সদস্য কাকিলাদহ গ্রামের সাদ্দাম কৌশলে পাখিভ্যান চুরি করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। এসময় এলাকাবাসী চুরির অভিযোগে সাদ্দামকে গাছে বেধে মারপিট করে।

পুলিশ জানায়, পুলিশের জরুরী সেবা ৯৯৯-এ ফোনে এক ভ্যান চোরকে আটকিয়ে গাছে বেধে মারপিট করছে এলাকাবাসী। এমন খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে চোরচক্রের ওই সদস্যকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরে হারদি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে পুলিশ হেফাজতে নেয়। আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সঞ্জিত কুমার জানান, চুরির ঘটনায় সাদ্দামকে আটক করা হয়েছে। রবিবার রাতেই চুরি মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

আলমডাঙ্গায় দিলীপ কুমার

নিয়ে স্মার্ট চুয়াডাঙ্গা গড়তে কাজ করবো।
কর্মী সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগ নেতা এস এম আশরাফুল করিম রিপন শাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক তথ্য ও গবেষনা বিষয়ক সম্পাদক কাউসার আহমেদ বাবলু, ৭১’র অগ্নিসেনা বীর মুক্তিযোদ্ধা মঈনদ্দীন পারভেজ,পদ্মবিলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের বিশ্বাস,মোমিনপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক জোয়ার্দ্দার,কুতুবপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শাখাওয়াত হোসেন টাইগার, গাংনি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান। ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ন সম্পাদক হাজী রবিউল হক,জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক চিৎলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জিল্লুর রহমান, জেলা মৎসজীবি লীগের সভাপতি শাহাবুল হক, খাদিমপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম,জামজামি ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক কামাল হোসেন প্রমুখ।